হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 2, Issue No. 7, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 1.00, September 2012

''ইসলামে একপ্রকার ভ্রাতৃত্ববোধ আছে। কিন্তু এই ভ্রাতৃত্ববোধ মানুষে মানুষে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ নয়। এই ভ্রাতৃত্ববোধ কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে যারা আছেন তাদের জন্য আছে ঘৃণা এবং শত্রুতা।''

— ডঃ বি. আর. আম্বেদকর

বাঙালীর বীর পূর্বপুরুষ

গোপাল মুখার্জীকে হিন্দু সংহতির শ্রদ্ধাঞ্জলি

ভারত সভা হলে ১৬ই আগষ্ট অনুষ্ঠিত সভায় মঞ্চে বক্তৃতারত তপন ঘোষ। মঞ্চে উপবিষ্ট (বামদিক থেকে) স্বামী আগমানন্দজী, সমীর গুহরায়, অমিতাভ ঘোষ, ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, শান্তনু মুখার্জী

গত ১৬ই আগষ্ট, ২০১২ হিন্দু সংহতির ডাকে কলকাতার ভারত সভা হলে শ্রী গোপাল মুখার্জী স্মরণ সভা উদ্‌যাপিত হয়ে গেল। ১৯৪৬ সালে স্বাধীনতার প্রাক্ মুহূর্তে মুসলিম লীগ ডাইরেক্ট অ্যাকশন বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। দিনটি ছিল ১৬ই আগষ্ট। তৎকালীন বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হোসেন সুরাবর্দির নেতৃত্বেব মুসলিম দুষ্কৃতিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে হিন্দুদের উপর। কলকাতায় নারকীয় হত্যালীলার সঙ্গে চলতে থাকে হিন্দু বাড়ি ও দোকান লুটপাট , অগ্নিসংযোগ। হিন্দু নারী ধর্ষণ ও হত্যা। প্রথম তিনদিন হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় পাঁচ হাজার। মুসলমানদের এই পৈশাচিক হত্যালীলার বিরুদ্ধে যে মানুষটি সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তিনি হলেন শ্রীগোপাল মুখার্জী। তাঁর অনুগামী আটশো বীর হিন্দু যুবক নিয়ে প্রতি আক্রমণ করলেন মুসলিম দুষ্কৃতিদের। গোপাল মুখার্জীর দাপটে সুরাবর্দি ও তার গুণ্ডাবাহিনী কুঁকড়ে গেল। এবার উল্টোদিকে হতাহতের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। ভীত সুরবর্দি আত্মরক্ষার তাগিদে ভারত সরকারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলো। গোপাল মুখার্জীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র কালো দিনগুলোয় শুধু হিন্দু মা-বোনেদের সম্মানই রক্ষা করলো না, মুসলিম লীগ কলকাতা থেকে হিন্দু বিতারণের যে চক্রান্ত করেছিল তাকেও রুখে দিয়ে হিন্দুকে তাদের হারানো জমি ফিরিয়ে দিয়েছিল। তাই ভারতমাতার এই বীর সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে ২০১২-র ১৬ই আগষ্ট তাঁর স্মরণ সভা করলো হিন্দু সংহতি।

হিন্দু সংহতির কর্ণধার শ্রী তপনকুমার ঘোষ তাঁর সভাপতির ভাষণে শ্রীগোপাল মুখার্জীর সেদিনের সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিবিদ্‌রা গোপাল মুখার্জীকে সাম্প্রদায়িক গুণ্ডা বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে। এই প্রথম হিন্দু সংহতি সভাপতি শ্রীঘোষ গোপাল মুখার্জীকে ''আমাদের বীর পূর্বপুরুষ'' আখ্যা দিয়ে প্রাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এলেন। গোপাল বাবুর সেদিনের সংগ্রামকে স্বীকৃতি দিতে তপনকুমার ঘোষ ১৬ই আগষ্ট দিনটিকে 'হিন্দু প্রতিরোধ দিবস' হিসাবে ঘোষণা করেন। শ্রীঘোষ তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, প্রতিবছর ১৫ই আগষ্ট দিনটিকে আমরা স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করি, কিন্তু দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে ১৪ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামে যে শত্রুরাষ্ট্রের জন্ম হল সেইদিনটিকে কালা দিবস হিসাবে পালন করিনা। এই ভ্রান্ত রাজনৈতিক ধারণা আমাদেরকে আর একবার মহাসংকটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

প্রধান বক্তা, সেদিনের নারকীয় হত্যালীলার প্রত্যক্ষদর্শী প্রবীণ অমিতাভ ঘোষ মহাশয় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। বিশেষ অতিথি ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী ও স্বামী আগমানন্দজী মহারাজ তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আজকের মুসলিম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী গোপাল মুখার্জীর সুযোগ্য পৌত্র শ্রীশান্তনু মুখার্জী।

মঞ্চে উপস্থিত সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শ্রীগোপাল মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠান শেষে সভাকক্ষে উপস্থিত সমস্ত সচেতন হিন্দু যুবক ও মা বোনেরা ভারতমাতার এই বীর সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।

দেগঙ্গাতে আবার প্রশাসন ও মুসলমানের যৌথ হিন্দু নিপীড়ন

দেগঙ্গা থানার মৌলপাতা গ্রামে বর্গক্ষত্রিয় হিন্দুদের বসবাস। দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম অধ্যুষিত দেগঙ্গা ব্লকে এই গ্রামটাই হিন্দুদের কিছুটা নিরাপত্তা দেয়। তাই এই গ্রামের বর্গক্ষত্রিয় হিন্দুদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার চক্রান্ত অনেকদিন থেকেই চলছে। তার সুযোগ একজন হিন্দু ছেলেই মুসলিমদের হাতে তুলে দিল। চাতরা নিবাসী দিলীপ মণ্ডল নামে একটি ছেলে মৌলপোতা গ্রামের হারান পাড়ুই-এর স্ত্রী অর্পিতা পাড়ুইকে ফোনে অনেকদিন থেকেই উত্যক্ত করত। কোনভাবেই তাকে নিরস্ত করতে না পেরে স্বামীর পরামর্শে অর্পিতা দিলীপ মণ্ডলকে বসিরহাট লাইনে লেবুতলা হল্ট স্টেশনে ডেকে পাঠান। ২৪শে আগষ্ট দিলীপ মণ্ডল সেখানে এলে হারান পাড়ুই ও তার সঙ্গীরা তাকে ঘিরে ধরে এবং তুমুল বচসা শুরু হয়। পাশেই আছে নজরুল সংঘ ক্লাব। এই ক্লাব থেকে নাসির মল্লিক ও দুষ্টু মল্লিকের নেতৃত্বে কিছু মুসলমান ছেলে এসে অভিযুক্ত দিলীপ মণ্ডলকে সরিয়ে দেয় এবং হারান পাড়ুইদেরকে মারধোর করে। হিন্দুরা এই অবস্থায় বাড়ি চলে যায়। পরদিন সকালে অর্পিতা পাড়ুই ও হারান পাড়ুই দেগঙ্গা থানায় নাসির মল্লিক, দুষ্টু মল্লিক, ও দিলীপ মণ্ডলের নামে ডায়েরী করে আসে। G. D. No. - 1940/12।

মৌলপোতার হিন্দুরা পরদিন অর্থাৎ ২৫ আগষ্ট বিকালে লেবুতলা বাজারে গিয়েছে কেনাবেচা করতে। ওটাই তাদের নিকটতম বাজার। যারা সকালে বাইরে কাজে যায়, তারাও সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফেরার সময় লেবুতলা হল্ট স্টেশনে নেমে বাজার করে। সেদিন ওই সময় অর্থাৎ সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ নজরুল সংঘের ক্লাব থেকে বেরিয়ে নাসির মল্লিক ও দেগঙ্গা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম প্রধান মানোয়ারা বিবির স্বামী খালেকের নেতৃত্বে শতাধিক মুসলমান মৌলপোতার লোকেরা বাজার করতে যে যেখানে ছিল তাদের উপর চড়াও হয়। তাদেরকে ব্যাপক মারধোর করে। নিত্য পাড়ুই, পবন পাড়ুই, বিশ্বজিৎ সর্দার, বিষ্ণু মণ্ডল, ভরত পাড়ুই,

শেষাংশ ২ পাতায়

বারাসাত হাসপাতালে শয্যায় নিমাই পাড়ুই

সংঘর্ষে আহত অমল পাড়ুই

আমাদের কথা

আসামের দাঙ্গা, বাংলার শিক্ষা

আসামের ঘটনাবলী পশ্চিমবঙ্গের জন্য নিশ্চিতভাবে ওয়ার্নিং বেল। আসামের হিন্দুরা জেগেছে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা জাগেনি। জাগেনি বলাও পুরোটা সত্যি নয়। জেলাগুলির হিন্দুদের বড় অংশ এবং কলকাতারও একাংশ জেগেছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি থাবড়া মেরে সাধারণ হিন্দুকে শুইয়ে রাখছে। একাজে তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্যই অগ্রণী ভূমিকায়। কিন্তু অন্য দলগুলিরও ভূমিকা একই। সকলেরই স্বার্থ মুসলিম ভোট। মুসলমান নেতৃত্ব অত্যন্ত রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে তাদের কৌমের ভোটকে ক্রয়যোগ্য (Purchasable) অবস্থায় রেখেছে। তাই এই ভোটের আশাও সব দল করে। আবার ভয়ও পায় সবাই। এমনকি বিজেপিও এই ভোটের আশা করে।

এই ভোটের লোভে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা যা করছেন তা কোন সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন ন্যূনতম আত্মসম্মানযুক্ত ব্যক্তি করবেন না। তাঁর একান্ত সমর্থকও আড়ালে তাঁকে এখন মমতাজ বেগম বলছেন।

আসামের হিন্দুরা জেগেছে বটে, কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে। নিম্ন আসামে ও বরাকে তাদের আর প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই। কোকরাঝাড়, চিরাং-এ মুসলিম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কিছুটা প্রতিরোধ হল বটে, কিন্তু তা করেছে শুধু বোড়ো জনজাতির লোকেরা। অন্য হিন্দুরা কিছুই করতে পারেনি। তারা শুধু চূড়ান্ত সর্বনাশের দিন গুণছে। তারই মধ্যে এবার একটা নতুন ঘটনা আসামে ঘটল।

এক মাসেরও বেশী সময় ধরে চলা এই দাঙ্গায় আসামের রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গেগৈ মুসলিম দাঙ্গাকারীদেরকে সাহায্য করেননি। বরং প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দুদের বা বোড়োদের পিছনে দাঁড়িয়েছেন। এই কাজও তিনি হিন্দুপ্রেমের জন্য করেননি। ভোটের অঙ্ক কষেই করেছেন। আসামের দীর্ঘদিনের কংগ্রেস সমর্থক মুসলমানরা তাদের নিজেদের দল তৈরি করেছে। এ. আই. ইউ. ডি. এফ নামের এই দলটির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হোজাইয়ের ধনকুবের বদরুদ্দিন আজমল। এই দলকে মুসলিমরা ঢেলে ভোট দেওয়ায় মাত্র দ্বিতীয়বার বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়েই এই দল ১৮টা সীটে জয়ী হয়েছে এবং বিধানসভায় দ্বিতীয় বৃহত্তম দলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে আসামে মুসলিম ভোটের উপর কংগ্রেসের নির্ভরতা ও আশা শেষ হয়ে গেছে। ফলে সেখানে তরুণ গগৈ এখন হিন্দু ভোট টানার দিকে মন দিয়েছেন। এই সূক্ষ্ম খেলায় তিনি বাজিমাত করেছেন। ফলে মুসলিম ভোট থেকে বঞ্চিত হয়েও গত নির্বাচনে তাঁর আসনসংখ্যা বিপুলভাবে বাড়িয়ে নিয়েছেন। ১২৬ সদস্যের বিধানসভায় কংগ্রেস একাই পেয়েছে ৭৮টি সীট। অর্থাৎ একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এবারও বোড়োল্যান্ডের ঘটনায় দিল্লীর কংগ্রেস হাইকমান্ডের মুসলিম তোষণের চাপকে প্রতিহত করে গগৈ নিজের রাজনৈতিক অবস্থান আরও শক্ত করে নিলেন, অর্থাৎ তাঁর পিছনে হিন্দু ভোটকে আরও সুসংহত করে নিলেন।

আর এরাজ্যে মমতা ব্যানার্জী হাঁটছেন ঠিক বিপরীত পথে। আসাম থেকে পালিয়ে আসা ভারতীয় নাগরিকত্বের পরিচয়হীন অবৈধ বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের জন্য তিনি আঁচল বিছিয়ে দিয়েছেন। তিনি মনে করছেন, মুসলিম ভোটের জন্য তাঁকে সর্বোচ্চ মূল্য দিতে হবে। আর হিন্দু ভোট তিনি মুফতে পাবেন। এতদিন তো তাই হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ১০টি জেলাতে ও আরও ২৫টি ব্লকে হিন্দুদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। তাই মমতা ব্যানার্জীর অঙ্কটা বুমেরাং হয়ে যেতে পারে।

আসামের হিন্দুরা খুব বিচক্ষণ ভাবে তাদের হাতের তাসটা খেলেছে। এই খেলায় ভুল হলে আজ দিল্লীর হাইকমান্ডের চাপে রাজ্যে কংগ্রেসকে এ.আই.ইউ.ডি. এফের সঙ্গে সমঝোতা করে কোয়ালিশন সরকার গড়তে হত এবং বদরুদ্দিন আজমল হতেন আসামের উপমুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। হিন্দুর সর্বনাশের গতি হত অতি ত্বরান্বিত। মুসলিম ভোটের লোভে বিজেপি সেকুলার হতে গিয়ে আসামে তার আমও গেল ছালাও গেল। বিধানসভায় তার সীট ১০ থেকে কমে ৫ হয়ে গেল।

আসামের পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়ে পশ্চিমবাংলার হিন্দুকেও আজ রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে। আসামের অনুকরণ নয়, এখানে হিন্দু রাজনৈতিক বিকল্পের সন্ধান করতে হবে।

দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক মহান কথক সংগঠকের প্রয়াণ

আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রিয়তম শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ২১শে আগষ্ট, ২০১২ তারিখ সোমবার শ্রীশ্রীসীতারাম চরণে লীন হয়েছেন। তাঁর তিরোধানে আমরা, তাঁর ভক্ত ও গুণগ্রাহীগণ শোকাকুল চিত্তে তাঁকে স্মরণ করি।

দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম ১৯৩২ সালে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোনামুখী গ্রামের মনোহর তলায়। পিতা ঠাকুর পরমভাগবৎ ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক ও রামায়ণ গান রচয়িতা। দ্বিজরাজ বাল্য বয়স থেকেই পিতার কাছে শ্রদ্ধায় রামায়ণ গান ও কথকতার শিক্ষালাভ করেন। যৌবনকাল থেকেই সুদীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বহু ভক্ত সম্মেলনে সুকণ্ঠে রামায়ণ গান ও কথকতা পরিবেশন করে সম্মান ও যশ লাভ করে ধন্য হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, আসাম ও অধুনা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কোটি কোটি হিন্দু ভক্তজনের কাছে ভারতের কালজয়ী মহাকাব্য রামায়ণ কথা সহজ সরলভাবে প্রচার করে তিনি এক অপূর্ব হিন্দুধর্মের ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলেন। পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের লীলামাহাত্ম্য ও রামায়ণের অন্যান্য বহু চরিত্রের উদাহরণ দিয়ে মানব সমাজে পিতা-মাতা-ভাই-বন্ধু-পুত্র-মিত্র-ভক্ত-শিষ্য এমনকি শত্রুর সঙ্গেও যে পারস্পরিক মহৎ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে উঠে একটি দেশ ও জাতিকে কতখানি সুউন্নত ও মানবিক করে তোলা যায়, তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সেই শিক্ষাই আমাদের দিয়েছেন। শ্রী দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় সারা জীবনে এই শুভশক্তি ও আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন ঘটিয়েছেন সমগ্র হিন্দুদের মধ্যে। ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন রামায়ণ কাহিনীর অন্তর্নিহিত আদর্শ।

আসুন, আমরা উচ্চ-নীচ, নারীপুরুষ নির্বিশেষে তাঁর প্রচারিত আদর্শে ব্রতী হয়ে সাহসী ও বলীয়ান হই। রাজনীতির উর্ধে উঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধের ঝড় তুলি।

১ম পাতার শেষাংশ

দেগঙ্গাতে আবার হিন্দু নিপীড়ন

তাপস পাল, অমল পাড়ুই, মঙ্গল পাড়ুই, বাপি পাড়ুই মারাত্মকভাবে জখম হয়। পরদিন হিন্দুরা থানায় নালিশ করতে গেলে পূর্বকৃত মুসলমানদের নালিশের ভিত্তিতে দেগঙ্গা থানার পুলিশ এদেরই ১১ জনকে গ্রেফতার করে থানায় পুরে দেয়। এদের মধ্যে একজন নিমাই পাড়ুই মারাত্মক জখম ছিল। তার ডান হাত ভেঙে গিয়েছিল, হাতে মাথায় পায়ে প্রচুর আঘাতের চিহ্ন ছিল। যন্ত্রণায় সে ছটফট করছিল। পুলিশ বেগতিক দেখে নিমাই পাড়ুইকে থানা থেকে বের করে দেয়। তার বৌদি তাকে বারাসাত সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। যাদের গ্রেফতার করা হয় তারা এখনও জেল খাটছে।

হিন্দুদের কোন ডাইরি থানা না নেওয়ায় মুসলমান দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে কোর্টে সরাসরি কেস (কেস নং 2199/2012) করা হয়। কিন্তু এরপরেও কোন মুসলমান দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করা হয়নি বা কোর্টে তোলা হয়নি। মুসলমান গুণ্ডারা লেবুতলা হল্ট স্টেশন ও তার সংলগ্ন বাজার অঞ্চলে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বর্তমানে প্রশাসনের সংখ্যালঘু তোষণ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে এর জ্বলন্ত উদাহরণ মৌলপোতার ঘটনা। মৌলপোতা গ্রামের হিন্দুরা মার খেল আর পুলিশ মুসলমানদের খুশী করতে হিন্দুদেরই গ্রেফতার করলো। এই সর্বনাশা তোষণনীতি ভবিষ্যতে হিন্দুদের কোথায় নিয়ে যাবে, তা ভাববার সময় এসেছে।

লাভ জেহাদের শিকার

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলপি থানার অন্তর্গত একটি গ্রামে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ফুলেশ্বরী মণ্ডলের বাস। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের এই মেয়েটির বাবা নেই। মা কলকাতায় লোকের বাড়ি ঠিকেয় কাজ করে। এক দাদা আছে, তবে সে মানসিক প্রতিবন্ধী।

কয়েক মাস আগ দেবু বলে একটি ছেলের সঙ্গে ফুলেশ্বরীর মোবাইল ফোনে আলাপ হয়। দেবুর বাড়ি ফলতা থানায়। এই আলাপ অল্পদিনেই ঘনিষ্টতায় পরিণত হয়। দেবু ফুলেশ্বরীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সঙ্গে মেলামেশা করতে থাকে। একদিন দেবু ফুলেশ্বরীকে কলকাতায় নিয়ে আসে এবং সেখান থেকে একবন্ধুর বাড়ি হাওড়ায় তাকে নিয়ে যায়। এইসময় ফুলেশ্বরী দেবুর আসল পরিচয় জানতে পারে। দেবুর আসল নাম হল জাকির (এই নামটি নিয়েও বিভ্রান্তি আছে)। হিন্দু সেজে হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তাদের সর্বনাশ করাই তার কাজ। দেবু ওরফে জাকিরের আসল পরিচয় জানার পর ফুলেশ্বরী ওখান থেকে চলে যেতে চায়। কিন্তু জাকির ও তার বন্ধু ফুলেশ্বরীর সমস্ত বাধা ভেঙে তাকে ধর্ষণ করে। এতে ফুলেশ্বরী অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে জাকির ও তার বন্ধু অন্যত্র নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার প্ল্যান ছিল। কিন্তু ফুলেশ্বরীকে নিয়ে যাওয়ার সময় অসুস্থ ফুলেশ্বরীকে দেখে পথ চলতি মানুষের সন্দেহ হয়। ফুলেশ্বরীকে জিজ্ঞাসাবাদে আসল তথ্য বেড়িয়ে আসে। জাকির ও তার বন্ধুকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে ফুলেশ্বরীকে তার গ্রামের বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়। অপমান ও কলঙ্কের জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে পনেরো বছরের ফুলেশ্বরী গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করে। লাভ জেহাদের শিকার হয়ে পনেরো বছরের কিশোরী ফুলেশ্বরীর প্রাণ অকালে ঝরে যায়।

মগরাহাটে দুষ্কৃতির তাণ্ডব, হিন্দু বিপন্ন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাটে দীর্ঘদিন ধরে মুসলমান দুষ্কৃতিদের স্বর্গরাজ্য। গত ২৯শে জুলাই ২০১২ রবিবার দুপুর ১২টা নাগাদ দক্ষিণ সালিকা কাজীপাড়ায় প্রায় শতাধিক (ধন্দু কাজী, সারাফুদ্দিন কাজী, বাপি কাজী, সোনা আফজল, আনসার, কালু, সইদুল) মুসলমান মিলিত হয়ে দক্ষিণ সালিকার বাসিন্দা শ্রীমন্টু কৃষ্ণ মণ্ডল (গ্রাম সালিকা, পোষ্ট-আলিদা, থানা-মগরাহাটে, জেলা-দঃ ২৪ পরগণা)-এর বাড়িতে চড়াও হয়। মন্টুকৃষ্ণ মণ্ডলকে মুসলমানরা ভালোরকম মারধোর করে এবং তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়। সালিকা বাজারে মন্টুবাবুর একটি বিড়ির দোকান আছে। এই দোকানকে কেন্দ্র করেই তুলকালাম বাধে এবং মুসলমানরা দোকানটি তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নেয়। এই বিড়ির দোকানটিই মন্টুবাবুর পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস। অথচ মুসলমানদের হুমকি ও শাসানিতে মন্টু মণ্ডল দোকান ঠিকমতো খুলতে পারছেন না। এই রকম পরিস্থিতিতে সালিকা গ্রামের বাসিন্দা শ্রী মন্টু কৃষ্ণ মণ্ডল ও তার পরিবারের লোকজন এখন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। সমস্ত ঘটনা প্রশাসন জানা সত্ত্বেও নীরব রয়েছে।

পুঞ্চে প্রাণসঞ্চার ঃ আমার শিক্ষা লাভ

তপন কুমার ঘোষ

২০০৪ সাল। আমার তখন সাংগঠনিক কেন্দ্র দিল্লী। দায়িত্ব বজরং দলের পাঁচটি রাজ্যের সংগঠক। দিল্লী, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল ও জম্মু-কাশ্মীর। সাংগঠনিক পরিভাষায় ক্ষেত্রীয় সংযোজক। আমার মাথার উপরে প্রকাশ শর্মা ও মিলিন্দ পরান্ডে। দুজনেই বেশ দায়িত্বশীল ও চিন্তাশীল কার্যকর্তা। প্রকাশজী তো ১৯৮৪ সালে বজরং দলের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই উত্তরপ্রদেশে সক্রিয় ও বিনয় কাটিয়ারের সহযোগী। মিলিন্দজী সংগঠনে নতুন, কিন্তু আমেরিকায় রসায়নে গবেষণা মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাজে এসেছেন। এককথায় বলা যায়, তখন বজরং দলের কেন্দ্রীয় টিমটা বেশ ডায়নামিক ছিল, যদিও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে তার বাস্তব গুরুত্ব খুবই কম ছিল। অনেকের একথা মানতে কষ্ট হবে। তাই ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি। দিল্লীতে রামকৃষ্ণপুরম ৬নং সেক্টরে পরিষদের বিশাল কেন্দ্রীয় কার্যালয় আছে। বি. হি. পরিষদের প্রায় ৩৪টি আয়াম বা বিভাগ আছে। তার মধ্যে সেবা, বিদেশ, একল, গোরক্ষা, দুর্গাবাহিনী প্রভৃতি অনেক আয়ামের জন্য ঘর বা তলা বরাদ্দ আছে। বজরং দলকে মুখে ১নং আয়াম বলা হয়। কিন্তু প্রকাশ শর্মাজী অনেক চেষ্টা করেও ওই বিশাল কার্যালয়ে বজরং দলের জন্য একটা মাত্র ঘরও আদায় করতে পারেন নি। আমি সেখানে থাকতাম না। আমার নিবাস ছিল দিল্লী প্রদেশ কার্যালয়ে।

কাশ্মীর তো আগেই হিন্দুশূন্য হয়ে গিয়েছে। জম্মু সফরে গিয়ে সেখানেও বার বার চিন্তাজনক খবর পাওয়া যাচ্ছিল। সকলেই জানেন জম্মু হিন্দু প্রধান। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা হল—জম্মুর ৬টি জেলার মধ্যে ৩টি জেলা শুধু হিন্দুপ্রধান ঃ জম্মু, উধমপুর ও কাঠুয়া। বাকী ৩টি জেলা মুসলিম প্রধান ঃ ডোডা, রাজৌরী ও পুঞ্চ। এটুকুতেও চিত্রটা বোঝা যাবেনা। ডোডাতে ৬৫ শতাংশ মুসলিম, রাজৌরীতে ৬০ শতাংশ ও পুঞ্চে ৯২ শতাংশ মুসলিম। ভাবা যায়! হিন্দুপ্রধান জম্মুতেও একটা জেলায় ৯২ শতাংশ মুসলমান! বাকী ৮ শতাংশের মধ্যে ২.৫ শতাংশ শিখ এবং ৫.৫ শতাংশ সনাতনী হিন্দু। এই জেলাটি জম্মু শহর থেকে ২৫০ কি.মি. দূরে এবং পাকিস্তানের বর্ডারে। ওপারেই পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাওয়ালকোট। সমস্ত সীমাটাই পাহাড়ি ক্ষেত্র এবং দুর্গম। সেনাবাহিনীর পক্ষে এরকম সীমানা পাহারা দেওয়া সত্যিই কঠিন। তাই অনেক ব্যাটালিয়ান সেনা নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান থেকে বদমাসরা ঢুকে পড়ে ও পাহাড়ে দূরে দূরে অবস্থিত বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলিতে গিয়ে হিন্দুদের বাড়িতে ঢুকে খায়-দায় ও অত্যাচার করে। তাদের চাহিদা-মুরগী বা খাসির মাংস ও ঘরের মেয়ে বৌ। হাতে তাদের অত্যন্ত আধুনিক অস্ত্র। তাই গৃহস্থরা বাধা দিতে পারে না। কখনো এক রাত, কখনো বা দু-চারদিন সেই বাড়িতে থেকে তারপর ওই জেহাদী সন্ত্রাসীরা পরবর্তী ঠিকানার দিকে চলে যায়। গন্তব্যস্থল তাদের ভারতের বড় বড় শহর-দিল্লী, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, পুণে ইত্যাদি।

পাক জেহাদীদের এই অত্যাচার ছাড়াও আছে স্থানীয় মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি ও অত্যাচার। তাই দুর্গম এলাকাগুলি থেকে হিন্দুরা গ্রাম ছেড়ে পুঞ্চ শহরে পালিয়ে এসেছে এবং সেখান থেকে জম্মুর দিকে চলে গেছে। শিখদের পলায়নের মাত্রা একটু কম। এই সবেরই পরিণাম ৯২-৮। এই চিন্তাজনক তথ্য জেনে আমরা বজরং দলের কেন্দ্রীয় টিম বার বার আলোচনায় বসলাম ও ওই এলাকা পরিদর্শনে

পুঞ্চে হিমালয়ের কোলে বাবা বুঢ়া অমরনাথ মন্দির

গেলাম। জানতে পারলাম যে হিন্দু পলায়ন লাগাতার চলছে। অর্থাৎ কয়েক বছরের মধ্যেই গোটা পুঞ্চ জেলায় হিন্দু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পুঞ্চের হিন্দুদের মনোবল একেবারে তলানিতে। এই মনোবল কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায়—সে বিষয়ে আমরা অনুসন্ধান করতে লাগলাম। আমাদের টিমের মধ্যে যুক্ত করে নিলাম সুশীল সূদন-কে। সে আমাদের জম্মু-কাশ্মীর প্রদেশের বজরং দলের সংযোজক এবং ডাকাবুকো ছেলে। তার বাড়ি সুন্দরবনীতে। এই ছোট্ট শহরটি জম্মু থেকে পুঞ্চ যাওয়ার রাস্তায় ৭৫ কিমি. দূরে পড়ে। তার দাদা গ্রামপ্রধান। গ্রামরক্ষা কমিটিকে সরকার থেকে দেওয়া ১২টা থ্রি নট থ্রি রাইফেল তার বাড়িতেই থাকে। যে ঘরে রাইফেলগুলো রাখা থাকে সেই ঘরটাতেই আমাকে ওরা রাত্রে শুতে দিত।

সুশীলজীকে সঙ্গে নিয়ে পুঞ্চে বার বার গিয়ে খোঁজ করতে লাগলাম সেখানে কোন বড় বা গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান বা মন্দির আছে কিনা। খুঁজে পেলাম বাবা বুঢ়া অমরনাথ মন্দির। পুঞ্চ শহর থেকে ২৫ কি.মি. দূরে মণ্ডী নামে গ্রাম। সেই গ্রামে পাহাড়ের কোলে পুলস্তী নদীর ধারে অবস্থিত অতি প্রাচীন এই মন্দিরটি। পুঞ্চ শহরের নামও এই পুলস্তী থেকেই হয়েছে। আর পুলস্তী নাম হয়েছে পুলস্ত্য ঋষির নাম থেকে। এই ঋষি ছিলেন রাবণের দাদু বা মাতামহ। তিনি এই নদীর ধারে তপস্যা করতেন। তাই এই নদীর নাম পুলস্তী।

এই মন্দিরের পিছনে জনশ্রুতি এই যে, পুলস্ত্য ঋষি সারাবছর এই মণ্ডী গ্রামে তপস্যা করতেন এবং শ্রাবণী পূর্ণিমায় অমরনাথ মন্দিরে যেতেন শিবের তুষারলিঙ্গ দর্শন করতে। পুলস্ত্য ঋষি যখন বৃদ্ধ হলেন, তখন ওই দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমরনাথ যাওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল। তখন তিনি অমরনাথের ভগবান শিবকে প্রার্থনা করলেন তাঁকে ওইস্থানে এসেই দর্শন দিতে। তাঁর প্রার্থনা শুনে ভগবান শিব ওই মণ্ডী গ্রামেই আবির্ভূত হলেন পাথরের লিঙ্গরূপে। বৃদ্ধ পুলস্ত্যের আহ্বানে আবির্ভাব বলে এই শিবের নাম হল বুঢ়া অমরনাথ। এই শিবলিঙ্গটি অমসৃণ পাথরের তৈরি। শ্রাবণ মাসে এটি দর্শন করতে ও জল ঢালতে দূর দূর থেকে বহু লোক আসে। বহু প্রাচীনকালেই এটি একটি তীর্থস্থান হয়ে উঠেছিল। পুঞ্চ শহরে দশনামী আখড়া আছে। পুঞ্চের ওটিই প্রধান মন্দির। সেখানে বুঢ়া অমরনাথের ছড়ি রাখা থাকে। শ্রাবণী পূর্ণিমার দুদিন আগে ওই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বা সন্ন্যাসী ওই ছড়ি নিয়ে পায়ে হেঁটে মণ্ডীতে বুঢ়া অমরনাথ মন্দিরে যান। এই ছড়ি পৌঁছানোর পরেই শ্রীনগর থেকে অমরনাথের ছড়ির যাত্রা শুরু হয়।

এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় মন্দির হলেও যাওয়ার পথ দুর্গম বলে এটিও ইসলামিক জঙ্গীদের কবলে পড়ে। জম্মু থেকে পুঞ্চ আসার ২৫০ কি.মি. রাস্তাও খুবই বিপদসংকুল জঙ্গীদের হামলায়। ঠিক মাঝপথে রাজৌরীতে বহুবার হামলা হয়েছে। বহু পরিবার এইসব হামলার শিকার হয়ে তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে। রাজৌরী আর পুঞ্চের মাঝে সুরানকোট নামে খুব ছোট্ট শহরটি তো পাক্-সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। এখানে নদীর বালিতে সোনার গুঁড়ো পাওয়া যেত। এখনো সামান্য পাওয়া যায়। তাই এই স্থানের নাম স্বর্ণকোট। চলতি ভাষার টানে সুরানকোট। সুরানকোট পার হয়ে ৩ কি.মি. দূরে রাস্তার ডানদিকে নির্জন স্থানে একটা ছোট্ট মন্দির। বর্তমানে কাকভুষণ্ডি মহারাজ নামে বৃন্দাবনের এক সাধু এখানে থাকেন বলে এটি কাকভূষণ্ডি মন্দির বলেই পরিচিত হয়ে গেছে। এই মন্দিরের অস্তিত্ব জেহাদীরা সহ্য করতে পারছিল না। বহুবার এর উপর আক্রমণ হয়েছে। গোটা মন্দিরের দেওয়ালগুলিতে গোলাগুলির অসংখ্য দাগ। আগে এখানে দুজন সন্ন্যাসী থাকতেন। এক রাতে জঙ্গীরা এখানে হামলা করে দুজন সাধুকেই হত্যা করে তাদের দেহ মন্দিরে ফেলে রেখে দুজনের মাথা কেটে রোডের উপর পাথরে দুদিকে মুখ করে কাটা মাথা দুটি বসিয়ে রেখে যায়। একটির মুখ পুঞ্চের দিকে আর একটির মুখ সুরানকোট বা জম্মুর দিকে। যাতে দুদিক থেকেই গাড়ী বাস আসলে নজরে পড়ে।

এই সমস্ত ঘটনার ফলে বাবা বুঢ়া অমরনাথের মন্দিরে দূর থেকে ভক্তদের আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধু ছড়িযাত্রার দিনে পুঞ্চ শহর থেকে ৩০০-৪০০ হিন্দু প্রাণ হাতে নিয়ে ছড়ির সঙ্গে মণ্ডী মুঢ়া অমরনাথ মন্দিরে যেত। বেশীর ভাগই যুবক।

এখানে একটা কথা বলা খুবই দরকার। পুঞ্চে যদিও মাত্র ৮ শতাংশ হিন্দু-শিখ, এবং প্রতি মুহূর্তে তারা জঙ্গী আক্রমণের শিকার, তা সত্ত্বেও সেখানকার যুবকদের মধ্যে কখনো মিয়ানো বা ভীতু ভাব দেখিনি। চলাফেরার মধ্যে সবসময় একটা তেজী ও উৎসাহপূর্ণ ভাব চোখে পড়ত। বাঙালী যুবকদের সঙ্গে মনে মনে তুলনা করতাম এবং তফাৎ স্বীকার না করে পারতাম না। আর আমার বিশেষ সঙ্গী হয়েছিল যে দুজন ছেলে—সোনু আর ভিকি—এরা আজও আমার মনের মণিকোঠায় সবসময় নড়াচড়া করে, এদের কথা সামান্য একটু বলি। সোনু নিজের টাটা-সুমো গাড়ি ভাড়া খাটাতো। নিজেই চালাতো। দুজনেরই বয়স ২১-২২। সোনুর ভাল নাম সঞ্জীব। আমি ওর গাড়িটা ভাড়া নিতাম। ফলে ও আমার ছায়াসঙ্গী হয়ে গিয়েছিল। সপ্তাহে অন্তত দুদিন মারপিট না করলে ওর রুটি হজম হত না। আর মারপিটের মধ্যে প্রতিপক্ষ হিসাবে মুসলমানই ওর বেশী পছন্দ ছিল। হিন্দুও বাদ যেত না। মারপিট করার সময় চারিদিকের পরিস্থিতিটা অনুকূল না প্রতিকূল—এসব লক্ষ্য করা ওর ধাতে ছিল না। সম্পূর্ণ মুসলিম এলাকা, সরু রাস্তা। উল্টোদিক থেকে আসা ম্যাটাডোরের মুসলমান ড্রাইভার। কেউই সাইড দেবে না। পিছনে অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। ওই ড্রাইভার বড় মোটা লোহার রড নিয়ে নেমে পড়ল গালাগালি দিতে দিতে। সোনুও জামার অস্তিন গুটিয়ে নেমে পড়ল। শুরু হয়ে গেল। ভিড় হয়ে গেল। সবই মুসলমান। কেউ একজন ওই ড্রাইভারের কাছ থেকে রডটা নিয়ে নিল। তখন সে এটা খুব বড় পাথর তুলল মারবে বলে। আমি গিয়ে পাথরটা ছোঁড়ার আগেই আটকালাম। অল্প চোটও পেলাম। টানাটানিতে সোনুর জামার বোতাম ছিঁড়ে গেল। স্থানীয় কিছু মাতব্বর এসে মারামারি বাড়তে দিল না। সোনুকেই হার মানতে হল। সে-ই আবার গাড়িতে বসে সাইড দিল। ম্যাটাডোরটা বেরিয়ে গেল। সোনু গাড়ি চালাতে চালাতে একহাতে স্টিয়ারিং ধরে অন্যহাতে জামাটা খুলে নিয়ে জানলা দিয়ে উড়িয়ে ফেলে দিল। অথচ নতুন জামাটা একটুও ছেঁড়েনি, শুধু বোতাম ছিঁড়েছিল। সামান্য অবাক হলাম। একটু চিন্তা করতেই বুঝতে পারলাম—পরাজয়ের চিহ্নটাকে ধরে রাখতে চায় না সোনু। আর ভিকির গল্প! শুধু গল্পই শোনা। একবার কোন বড় কংগ্রেসী নেতাকে রাস্তায় ফেলে এমন মার মেরেছিল যে, তারপর থেকে ভিকির আর লড়াইয়ের সুযোগই হয়না। ওকে দেখলেই সবাই সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয়। এরা হল আমার সঙ্গী। পুঞ্চ শহরের মান্যগণ্যদের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। আমার সঙ্গে এদেরকে দেখে সবাই অস্বস্তিতে পড়তেন। কিন্তু সেকারণে এদেরকে বাদ দেওয়া বা এড়িয়ে চলা—সেটা আবার আমার ধাতে সয়না।

ফিরে আসি বুঢ়া অমরনাথ মন্দিরের কথায়। একেবারে পাহাড়ের কোলে এই মন্দিরের প্রায় জীর্ণদশা, বহুদিন রং হয়নি। কারণ ভক্ত বা যাত্রী আসা তো প্রায় শূন্য। এই স্থানে তীব্রবেগে বয়ে যাওয়া মাত্র ১০০ ফুট চওড়া পুলস্তী নদীর একেবারে গায়ে এই মন্দির। নদীর জল বরফগলা, তাই ঠান্ডা। মন্দিরের একপাশে বি.এস.এফ ক্যাম্প, আর উল্টোদিকে সেনাবাহিনীর একটি অংশ যার নাম রাষ্ট্রীয় রাইফেলস্—তার বড় ক্যাম্প। মন্দিরের একটি ট্রাস্টীবোর্ড আছে যার সদস্যরা সবাই পুঞ্চ শহরের বাসিন্দা। কিন্তু সারা বছর মন্দিরের সম্পূর্ণ দেখাশোনা বিএসএফ করে। মণ্ডী গ্রামে একজনও হিন্দু নেই। ১০-১৫ বছর আগে ছিল। মন্দিরের পুরোহিত বি.এস.এফের জওয়ান। মন্দিরের বাইরে একটি মাত্র দোকান। সারা বছর বন্ধ থাকে। শুধু শ্রাবণ মাসে দোকানদার শশী বর্মা সকালে এসে দুপুর পর্যন্ত দোকান খোলেন! পাওয়া যায় শুধু প্রসাদ, ফুল, নারকেল ও চা। কয়েকবার মন্দিরে যাতায়াত করায় বি.এস.এফ জওয়ান, শশী বর্মা ও ট্রাস্টীর লোকেদের সকলের সঙ্গেই ভাল পরিচয় হয়ে গেল।

[ক্রমশঃ....]

খড়্গপুরে হিন্দু নিগ্রহ

খড়্গপুরে আহত উমেশ যাদব

গত ২১শে আগষ্ট ছিল ঈদের পরের দিন। খড়্গপুর শহরে দুধ ব্যবসায়ী উমেশ যাদব মিস্টির দোকানে দুধ দিয়ে মেয়ের জন্য ওষুধ কিনতে যাচ্ছিল পুরাতন বাজারে। শীতলা টকিজ-এর কাছে আসতেই প্রায় একডজন মুসলিম যুবক তাকে ঘিরে ধরলো, অর্ধেকের হাতে রিভালভার এবং উমেশকে মারতে শুরু করলো। উমেশ জিজ্ঞাসা করলো তার কি দোষ। মুসলিমরা উত্তর দিল যে তারা হিন্দুদেরকে শাস্তি দিতে চায়। ঐ ব্যস্ত রাস্তার মোড়ে দুজন পুলিশ কন্সটেবল ডিউটিতে ছিল, মোড়ে প্রচুর লোক ছিল এবং কাছে সিপিএম-এর পার্টি অফিস। উমেশ সকলের কাছে সাহায্য চাইল কিন্তু কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। ঐ দুষ্কৃতিরা উমেশের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে প্রায় পনেরো বার ছুরি দিয়ে আঘাত করলো। উমেশ তার বাইক থেকে পড়ে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়েছিল। তার দাদা গঙ্গাসাগর যাদব ঐ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় চিনতে পারলো এবং খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেল। দশ দিন পর সে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। স্থানীয় হিন্দু সংগঠনের কর্মীরা থানা এবং এস.ডি.ও. অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। কিন্তু কোন দুষ্কৃতি গ্রেফতার হয়নি।

খড়্গপুর শহরে নতুন আতঙ্ক দুই ভাই শেখ আমজাদ ও সয়ীদ তাদের দলবল নিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছিল। শহরে সি.পি.আই নেতা আরিফ মিঞা এবং পুরানো বাজার মসজিদ কমিটির মহম্মদ বিলাল-এর ব্যাকিং-এ এরা বাজারে গরীব হিন্দু দোকানদারদের কাছে তোলা আদায় করে। পুলিশ এদের বাড়ি রেড করলে স্থানীয় টি.এম.সি. কাউন্সিলর তুষার চৌধুরী পুলিশকে বাধা দিয়ে এদেরকে বাঁচিয়ে দেন। তারা এখন প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও হিন্দুদেরকে হুমকি দিচ্ছে। উমেশ যাদবের উপর আক্রমণের ঘটনার সূত্রপাত গত রামনবমী থেকে। সেদিন হিন্দুদের আখড়া শোভাযাত্রা যখন রাস্তা দিয়ে শ্মশান কালীমন্দিরের দিকে যাচ্ছিল তখন কিছু বাংলাদেশী মুসলমান সেই মিছিলে বাধা দেয়। তাদের বক্তব্য তারা ঐ রাস্তার উপর শীতলা মন্দিরের উল্টোদিকে সরকারী জায়গায় একটা মসজিদ তৈরি করেছে। তাই ওখান দিয়ে যেতে দেবে না। তখন দুই পক্ষে সামান্য সংঘর্ষ হয় ও পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি হয়। তাতে ঐ নির্মীয়মান মসজিদটি সামান্য ক্ষতি হয়েছিল। বর্তমানে ঐ অবৈধ মসজিদটি বড় আকারে নির্মিত ও সুসজ্জিত হয়ে গেছে।

কিছুদিন পূর্বে রামনবমীর ঘটনার বদলা নেওয়ার জন্য শ্মশানকালী পুকুরের কাছে কয়েকজন হিন্দুর কাছ থেকে মোবাইল ফোন ও মোটরবাইকের চাবি কেড়ে নেয় ও প্রচণ্ড মারধোর করে মুসলিমরা এবং তাদের মহিলারা রাস্তা আটকে পুলিশকে আসতে বাধা দেয়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে হিন্দুরা জড়ো হয়ে ঐ হিন্দু যুবকদেরকে রক্ষা করে। উমেশ যাদবের ঘটনায় দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতার না করে তৃণমূল পরিচালিত প্রশাসন নিপীড়িতদের উপরেই চাপ দিচ্ছে থানায় অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিতে।

উমেশ যাদবের উপর হামলার দিনেই সাঁজোয়াল নামক স্থানে হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করা হয় এবং গোলবাজারের পিছনে ভবানীপুর নামক স্থানে একজন হিন্দু মোটরবাইক আরোহীকে ধাক্কা দিয়ে প্রচণ্ড মারধোর করা হয়।

কেরলে লাভ জেহাদের বিষাক্ত ছোবল

কেরলে লাভ জেহাদের বিষাক্ত প্রভাবের কথা অনেকেই জানেন। সম্প্রতি এর সরকারী স্বীকৃতি পাওয়া গেল। গত ২৫শে জুন মুখ্যমন্ত্রী ওমান চন্ডী বিধানসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, গত ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত সারা রাজ্যে ২৬৬৭ জন যুবতী মহিলা ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তার বিবৃতিতে আরও বলেন ২০০৬ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে কেরল প্রদেশে মোট ৭৭১৩ জন ব্যক্তি ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে এবং ওই একই সময়ে ২৮০৩ জন হিন্দুধর্মে ধমান্তরিত হয়েছে। এই সময়ে কতজন খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে সে তথ্য সরকারের কাছে নেই। ২০০৯—২০১২ সময়ের মধ্যে যারা ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে তাদের মধ্যে ২৬৬৭ জন ছিল যুবতী। এদের মধ্যে ২১৯৫ জন যুবতী হিন্দু এবং ৪৯২ জন যুবতী খ্রীষ্টান। ওই একই সময়ে খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে ৭৯ জন যুবতী এবং হিন্দুতে ধর্মান্তরিত হয়েছে মাত্র ২ জন যুবতী। যে সকল যুবতী ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রীষ্টান ও হিন্দু হয়েছে তাদের আগের ধর্ম কি ছিল সে তথ্য সরকারের কাছে নেই।

কেরল ক্যাথলিক বিশপস্ কাউন্সিল (KCBC) জানিয়েছে যে ২০০৬ থেকে ২০০৯-এর মধ্যে ২৬০০-র বেশি খ্রীষ্টান যুবতী ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে।

দীর্ঘদিন থেকেই কেরল প্রদেশে হিন্দুদের ধর্ম শিকার করছে খ্রীষ্টান ও মুসলিমরা। তারই পরিণাম----কেরলে তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে ২৫% মুসলিম ও ১৯% খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছে। হিন্দুর সংখ্যা এখন ৫৫%। পুলিশের উচ্চ মহলে সূত্র অনুসারে জানা যায় যে, গত ২০ বছরে ১৫ লক্ষ মানুষ খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। হিন্দু সংগঠনগুলির অভিযোগ, ''মাত্র একটি খ্রীষ্টান সংস্থা 'পেন্টাকোস্টাল্ মিশন' একাই গত বছর এক হাজার কোটি টাকা বিদেশি সাহায্য পেয়েছে এবং তারা লোভ দেখিয়ে বহু মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছে।''

[সূত্র ঃ ইন্ডিয়া টু ডে, 7. 9. 2012]

প্রশাসনের মুসলিম তোষণ দেখল হুগলীর শিয়াখালা

ইসলামের তীর্থ ক্ষেত্র ফুরফুরা শরিফ এর চার কিলোমিটার দূরে শিয়াখালা বাজার। গত ৫ই জুলাই শিয়াখালা বাজারে একটি লরি ও একটি মোটর বাইকে ধাক্কাকে কেন্দ্র করে ইসলামি জেহাদের ট্রেলার দেখাল মুসলমানরা রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময়। তখন বাজারের বেশির ভাগ দোকানই বন্ধ ছিল। লোকজনও কম ছিল এমন সময় ঘটনাটি ঘটে। লরির চালকটিকে মুসলমানরা ধরে ফেলে, বাইকের চালকও ছিল মুসলমান এবং প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল প্রায় মরণাপন্ন। লরির চালকটিকে মুসলমানরা একটি বিহারী গোয়ালা যুবক নাম সোনেলাল রায়-এর হাতে ধরতে দেয়। কিন্তু চালকটি তার হাত ছিনিয়ে পালিয়ে মা কালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার নামে একটি দোকানে ঢুকে পড়ে। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে প্রায় দেড় হাজার টুপিওয়ালা মুসলমান শিয়াখালা বাজারে জড় হয় এবং সোনেলালকে বেধড়ক মারধোর করে। মিষ্টির দোকান খোলা ছিল সেটিকে ভাঙচুর করতে যায়। কিছু হিন্দু সেখানে উপস্থিত ছিল, তাঁরা বাধা দিতে গেলে তাদের পিছনে তরবারি নিয়ে তাড়া করে। তারা ভয়ে পালিয়ে যায়। তাদের মধ্যে তৃণমূলের হিন্দু কর্মীরাই বেশি ছিল। কিন্তু কোন অজানা অঙ্গুলিহেলনে ভোরবেলা সোনেলালকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকার হিন্দুদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে এবং রাজনৈতিক দলের প্রতি আস্থা হারিয়ে হিন্দু সংহতির সাথে যোগাযোগ করেছে এবং এলাকায় একটি তীব্র হিন্দু প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হিন্দুরা ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এলাকায় একটা চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

এরপর ১লা আগষ্ট এলাকার মানুষদের নিয়ে শিয়াখালার লাহা বিল্ডিং-এ হিন্দু সংহতির একটি ঘরোয়া বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিল ১৫০ জন সংহতির কর্মীবৃন্দ। এর প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে হুগলী জেলা দপ্তর থেকে আগত ডি. আই. বি.-র লোকজন ওই বৈঠকে উপস্থিত চোদ্দজনকে চণ্ডীতলা থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ডি. আই. বি. সংহতি সদস্যদের নাম-ঠিকানা কোথা থেকে পেল তা অজ্ঞাত। আসাম প্রসঙ্গ এবং বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সঙ্গে হুগলী জেলার হিন্দু সংহতির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী শ্রী আশীষ মান্নার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু সংহতির কর্মীর সংযত উত্তরে ডি.আই.বি. কোন কায়দা করতে না পেরে নির্দেশ দিয়ে যান হিন্দু সংহতির ঘরোয়া বৈঠকেও অনুমতি নিতে হবে। রাজনীতির চাপে হিন্দুদের উপর পুলিশি নিষ্পেষণের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হল ডি. আই. বি. উক্ত বক্তব্য।

মালদায় হিন্দু পরিবারের উপর

অমানবিক অত্যাচার, প্রশাসন নিষ্ক্রিয়

মালদা জেলার গাজোল থানার অন্তর্গত নুরদিপুর গ্রাম। গত ২১/৮/২০১২ তারিখে এক হিন্দু পরিবার মুসলিম গুণ্ডাদের হাতে নিদারুণভাবে অত্যাচারিত হল এই গ্রামে। জব্বর শেখের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন মুসলিম গুণ্ডা মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে পাতানু মণ্ডলের বাড়ি আক্রমণ করে।

ঘটনার মূল কারণ জব্বর এক বছর আগে পাতানুর ছেলেদের দূরে একটি কাজের ব্যবস্থা করে দেয়। এই কাজ দেওয়ার জন্য পাতানুর পরিবারের কাছে জব্বরের কিছু টাকা পাওনা হয়। পাতানুর ছেলেরা সেই টাকা আস্তে আস্তে জব্বরকে দিয়ে দেয়। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে জব্বর পাওনা বাবদ আরও পাঁচশো টাকা দাবি করতে থাকে। পাতানুর ছেলেরা তা দিতে অস্বীকার করে ।

২১/৮/২০১২ তারিখের সকালে পাঁচশো টাকার দাবি নিয়ে জব্বর আবার পাতানুর বাড়িতে আসে। কিন্তু পাতানুর ছেলেরা টাকা দিতে অস্বীকার করলে জব্বর ফিরে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে জনা চল্লিশেক মুসলমান নিয়ে পাতানুর বাড়িতে হাজির হয়। তারা প্রায় সকলেই সশস্ত্র ছিল। তারা পাতানুর পরিবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাতানুর ছেলেরা মুসলমান গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচতে তাদের জ্যাঠা কমলেশ মণ্ডলের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। ছেলেদের না পেয়ে জব্বর ও মুসলিম গুণ্ডারা বৃদ্ধ পাতানু ও তার স্ত্রীকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ ও বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে। শেষে তারা কমলেশ মণ্ডলের বাড়িতে হানা দিয়ে পাতানুর তিন ছেলে সানু, ভানু ও কানুকে পেয়ে যায়। মুসলিম গুণ্ডারা তিন ভাইকে প্রচণ্ডভাবে মারধোর করে। রক্তাক্ত অবস্থায় তিন ভাইকে মালদা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে তাদের ভর্তি নেওয়া হয়নি। শেষে তাদের মালদা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

রাজনৈতিক ব্যক্তিরা যথারীতি তাদের ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্র নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। জব্বর একসময়ে সি.পি.এম করতো। এখন ভোল বদলে সে তৃণমূল হয়েছে। তাই এলাকার রাজনীতির দাদারা মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করে। পুলিশ থেকেও এই নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বা সব জানা সত্ত্বেও কোন মুসলিম গুণ্ডাকে গ্রেফতার করা হয়নি। উপরন্তু পাতানু মণ্ডলকে ঘটনাটির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করে নেওয়ার কথা পুলিশ থেকে বলা হয়। একরকম অসহায় অবস্থায় মণ্ডল পরিবার আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southbengalherald.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 303/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans,
Editor's Name & Address : Prokash Chandra Das, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012